[redacted]

[redacted]

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান,সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর সঠিক ভাবে কাজ করেছে। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বৃহস্পতিবার কাজ করেছে। একারনে শিক্ষক ও এলাকাবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সুব্রুত রায় জানান, বালি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে লোকাল বালি দিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিলেন মিস্ত্রিরা। এসময় স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি জানার পর গতকাল শনিবার সকাল থেকে আমি নিজে উপস্থিত থেকে উন্নত মানের বালি দিয়ে কাজ করিয়েছে।

উল্লেখ্য: ২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যায়ে কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ পায় কুষ্টিয়ার আনোয়ার আলী নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কুষ্টিয়া পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেনের ছেলে তনু। নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর নির্মান কাজ বন্ধ করে শিক্ষক সহ এলাকাবাসি।

গাংনী সিমান্তে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সিমান্তের ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি।

শনিবার দিবাগত মধ্যেরাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তের পাশ্চিমপাড়া মাঠ থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়। এদিকে একের পর সীমান্তে ফেন্সিডিল,গাঁজা ও মদ সহ দুএকজন আটক হলেও বেশিরভাগ অভিযানে মাদক উদ্ধার হয় পরিত্যাক্ত অবস্থায়।

একটি পরিসংখ্যন বলছে বিজিবি অভিযানে ৯০ ভাগই পরিত্যাক্ত অবস্থায় মালামাল উদ্ধার করা হয়। তবে পরিত্যাক্ত এসব মাদকের কোন মালিকানা সনাক্ত করতে পারেনি বিজিবি।

তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার আবুল হোসেন,সীমান্তের ১৩৯/২ এস পিলার এলাকায় টহল দেওয়ার সময় মুখবাধা অবস্থায় একটি বস্তা পাওয়া যায়। বস্তাখুলে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যায়।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় সাধারন ডায়েরী করা হবে। তিনি আরো বলেন, ধারনা করা হচ্ছে বিজিবি সদস্য’দের উপস্থিত টের পেয়ে মাদক পাচারকারী বস্তা ফেলে পালিয়ে গেছে। তবে ফেন্সিডিল পাচারকারীদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র সিইও লে: কর্নেল ফরহাদ হোসেন জানান,সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা মাদক সহ চোরাচালানি রোধে কাজ করছে। সকলের সহযোগিতায় সীমান্ত থেকে মাদক পাচার বন্ধ করা হবে।

করোনায় আরও ৪৬ জনের প্রাণহানি, আক্রান্ত ২২৬৫

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৯০৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ২৬৫ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৯২ হাজার ৬২৫ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৫২ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ৩৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ২৬৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ৯২ হাজার ৬২৫।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ৩৬ পুরুষ ও নারী ১০ জন। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৯০৭ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৫২ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

গাংনীর ধলাক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর

রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলজার হোসেন, সেক্রেটারি মোজাম্মেল হোসেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান কে প্রধান করে জাহিদ হোসেন এ এস আই, আক্কাস আলী নায়েক, রাজু আহম্মেদ কনস্টেবল, কাওছার আলী কনস্টেবল, শুকুর আলী কনস্টেবল কে কমিটি নিযুক্ত করেন।

এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান বিট পুলিশিং এখন জনগনের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

সিনহা হত্যা: র্যাব হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে তিন এপিবিএন সদস্য

কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় সাত দিনের রিমান্ডে র্যাব হেফাজতে নিয়েছে আর্মড

পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) তিন সদস্যকে।

শনিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে তাদের কক্সবাজার কারাগার থেকে র্যাব-১৫ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান কক্সবাজার জেল সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন।

র্যাব সূত্রমতে, কারাগার থেকে রিমান্ডের জন্য বুঝে নেয়া হয় তিন এপিবিএন সদস্যকে। প্রথমে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। পরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর র্যাব কার্যালয়ে নেয়া হয়।

এদিকে এপিবিএনের তিন সদস্যকে গত ১৮ আগস্ট গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আদালত সাত দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

কক্সবাজার জেল সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন জানান, কক্সবাজার র্যাব ১৫-এর একটি দল এপিবিএনের তিন সদস্যকে জিজ্ঞাবাসাদের জন্য তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

আদালতের আদেশে এই তিন সদস্যকে র্যা্বের মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতে বুঝে দেয়া হয়েছে। তারা হলো– কক্সবাজার ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপপরিদর্শক শাহজাহান, কনস্টেবল মো. রাজীব ও মো. আবদুল্লাহ।

সূত্রমতে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ হত্যার ঘটনার দিন এপিবিএনের এই তিন সদস্য ৩১ জুলাই রাতে শামলাপুর ঘটনাস্থল এপিবিএনের চেকপোস্টে দায়িত্বরত ছিলেন।

১৭ আগস্ট র্রাবের তদন্তকারী কর্মকর্তা এ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ১৮ আগস্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়।

কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তামান্না ফারাহ সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ওই দিন থেকে তারা কারাগারে ছিলেন।

আজ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে কারাগারে থাকা রিমান্ডপ্রাপ্ত আসামি এপিবিএনের তিন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ হত্যা মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তিন আসামি বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী ও এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত ৫ম দিনের মতো র্যা ব হেফাজতে রিমান্ডে রয়েছে।

এর আগে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যসহ সাতজনকে সাত দিনের রিমান্ড শেষে ২০ আগস্ট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

অচিরেই মুজিবনগর কে মাদক মুক্ত ঘোষনা করব- ওসি হাসেম

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুরে বিট পুলিশিং কার্যকমের উদ্ভোধন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশে আজ শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগরের রতনপুর আইসি ক্যাম্প প্রাঙ্গনে রতনপুর বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপস্থিত জনগনের সামনে মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন। তাই মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনে নির্দেশে মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে মুজিবনগর পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, হয় মাদক ছাড়তে হবে না হয় এলাকা ছাড়তে হবে, না হয় জেলে যেতে হবে মাদক ব্যবস্যায়ী, মাদক সেবন কারিদের মুজিবনগর উপজেলায় কোন স্থান হবে না।

তিনি আরো বলেন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ চুরি ডাকাতি সহ সব ধরনের অপরাধ দমনে এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে মুজিবনগর থানা পুলিশ দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে, পুলিশের নিজস্ব সোর্স আছে কিন্তু পুলিশের সব থেকে বড় সোর্স হলো মুজিবনগর উপজেলার সাধারন জনগণ।

জনগণের সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পুলিশ কাজ করে যাবে। আপনাদের এলাকার যে কোন মাদক ব্যবসায়ী, মাদক সেবনকারি, সন্ত্রাসি, চাঁদাবাজ, জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঠিক তথ্য পুলিশকে দেবেন মুজিবনগর থানা পুলিশ সব সময় আপনাদের সাথে আছে।

তিনি বলেন, আপনাদের সহযোগীতা পেলে মেহেরপুর জেলার মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম মুজিবনগর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করবো ইনশাল্লাহ।

বিট পুলিশিং এর বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, একটা এলাকা নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়। সাধারন জনগণকে যে কোন ধরনের সেবা নিতে কষ্ট করে থানায় যেতে হয়। আর যেন কাউকে থানায় যেতে না হয় তাই সকলের দার গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে আমরা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং এর গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, প্রত্যেকটি বিটে এক জন এসআই একজন এএসআই এবং দুজন কনষ্টেবল আপনাদের সেবাই নিয়জিত থাকবে পুলিশ সব সময় সাধারন জনগণের পাশে রয়েছে আগামীতেও থাকবে।

রতনপুর বিট পুলিশিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশের এস আই রেজাউল করিম, রতনপুর আইসি ক্যাম্প এর ইনচার্য এস আই আজম বিশ্বাস, উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউপি যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মুংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ফেরদৌস আলী মেন্তা, সংকর বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মোবারক হোসেন।

পরে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম ফিতা কেটে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করে।

উল্যেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার চার ইউনিয়েনে মোট ৫ টি বিট পুলিশিং

অফিস চালু করা হবে।

যার মধ্যে দারিয়াপুর, মোনাখালি ও মহাজনপুরে ৩ টি বিট পুলিশিং কার্যকমের এর উদ্বোধন করা হয়েছে, আজ শনিবার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুর বিট পুলিশিং এর উদ্ভোধন করা হল।

নতুন দল গড়বেন ভিপি নুর, স্লোগান ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর রাজনৈতিক দল গড়বেন বলে জানিয়েছেন। দলের স্লোগান হবে ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’। এছাড়া এ দলের হয়ে তিনি ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার রাতে সাংবাদিকদের কে নুর এসব তথ্য জানান।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে এটা (নির্বাচন) নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেখানে অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশ নিতে আপনার ইচ্ছে আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নুরুল হক নুর বলেন, আমরা আন্দোলন করছি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। আমি মনে করি, জনগণ দীর্ঘদিন থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার পরিত্রাণের জন্য নির্বাচনের দরকার এবং ভোট কেন্দ্র থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। জনগণকে যদি ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিপ্লব বা প্রতিরোধ ঘটানো যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা যদি নির্বাচনে অংশ নেই তাহলে লক্ষ্য একটাই হবে, জনগণের এই ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ভোটকেন্দ্র থেকে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই ভাবনা থেকেই আমরা চিন্তা করছি যে ঢাকার দুটি আসন (ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮) থেকে নির্বাচেন অংশ নেওয়া।

আপনি কোন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান এমন প্রশ্নের জবাবে ভিপি

নুর বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, যদি অংশ নেই সেক্ষেত্রে – আমি উত্তরাতে দীর্ঘসময় থেকেছি। ওই অঞ্চলে আমার পরিচিতিও আছে, সেই দিক থেকে যদি নির্বাচনে অংশ নেই সেটা ঢাকা-১৮ থেকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সাংসদ। তিনি জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ জুলাই রাতে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীতে আলোচিত ১৫ লাখ টাকার সুরাহা হয়নি সালিশেও

নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সালিস শুরু হয়েছে ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় থানা চত্তরে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ বিচার কাজ (সালিস) শুরু হয়।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম,গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার আহসান হাবিব,এস আই আব্দুল হান্নান,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেনের একান্ত সহকারী সাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান,সাহিদুল ইসলাম,এনামুল হক,শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি,অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলি,তার মা বাবা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে মৌমিতা খাতুন পলি তার অভিযোগ উপস্থাপনকালে বলেন, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র

আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে ও ধারদেনা করে চুক্তি মোতাবেক গত ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় মেয়র আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী জেলা পরিষদ সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনার ৬৪৫৪ নম্বর (হিসাবে) একাউন্টে ৫ লাখ ৭০ হাজার,২৫ জানুয়ারী ৫০ হাজার, ৫ ফেব্রুয়ারী ১ লাখ ৯০ হাজার জমা ও বাকী টাকা নগদ দেয়া হয়।

২০১৮ সালের ১৯ মে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন। টাকা ফেরত চেয়ে বারবার তাগাদা দিলেও কোন কর্নপাত না করে মারধর ও হুমকি দেয়।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন স্বাক্ষর করে ৭ লাখ ও বিভিন্ন সময়ে বাকী টাকা মৌমিতা খাতুন পলি নিয়েছে। তারা কোন টাকা পাবেনা। এসময় উভয় পক্ষের বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। পরে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমানের হস্তক্ষেপে পরিবেশ শান্ত হয়।

মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী টাকা নিয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান মোমিনের মোবাইল ফোনে জানান তিনি কোন টাকা ফেরত নেননি।

পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলি চাকুরীর জন্য ৮ লাখ টাকা দিয়েছে এটা পৌর পরিষদের সকলেই জানে। বাকী ২ লাখ টাকা না দেওয়ার কারনে চাকুরী হয়নি।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন,মেয়র একবার বলছে জমির জন্য টাকা নিয়েছি। আরেকবার বলছে চাকরীর বিষয়ে কোন লেনদেন হয়নি। নিদৃষ্ট করে বলতে হবে কি কারনে টাকা নেয়া হয়েছে। কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামের কথায় প্রমান হয় চাকুরীর জন্য টাকা নেয়া হয়েছে।

সালিস বৈঠক চলার শেষ মুহুর্তে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন যদি স্বাক্ষর করে টাকা নিয়ে থাকে বা স্বাক্ষরে মিল থাকে তাহলে অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলিকে টাকা দেয়া হবেনা। আর যদি স্বাক্ষর জাল হয় কিংবা স্বাক্ষর না মেলে তাহলে মেয়র আশরাফুল ইসলাম অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলিকে ১৫ লাখ টাকাই দিরেত হবে। এই কথার প্রতি সকলেই সমর্থন জানান।

এ কথার প্রেক্ষিতে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন,আমি তো ৫০ প্রকার স্বাক্ষর করতে পারি। তাই মোমিনের স্বাক্ষর না মিলতেই পারে। সে টাকা নেওয়ার সময় ভুল স্বাক্ষর করতে পারে।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন প্রয়োজনে মোমিনের স্বাক্ষর পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। সবশেষে মোমিন ছুটিতে বাড়িতে আসলে তারপর সালিস বৈঠক আবার বসবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উল্লেখ্য: বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে ১৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শহীদ মিনারে আমরন অনশন শুরু করে শিশিরপাড়া গ্রামের মৌমিতা খাতুন পলি। পরে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান ও কাউন্সিলর মিজানুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিষয়টি বসে সুরহা করার আশ্বাস দিলে রাত ১০ টায় অনশন ভেঙ্গে বাড়ি যান।

মেহেরপুরে মানবেতর জীবন কাটছে শিক্ষক-কর্মচারীদের

বন্ধ স্কুল, কবে খুলবে জানা নেই। শিক্ষার্থী নেই, তাই বেতনও নেই শিক্ষকদের। করোনা দুর্যোগের কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন মেহেরপুর জেলার ৮ শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী। এসব শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবারে চলছে নীরব দুর্ভিক্ষ।

শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় চলা এসব শিক্ষকদের সহায়তায় কেউ এগিয়ে না আসায় পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তারা। ফলে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সরকারী সহায়তা বলতে পেয়েছেন এ পর্যন্ত ১০ কেজি চাল।

মেহেরপুর জেলা কিন্ডারগার্টেন স্কুল সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, জেলায় সমিতি ভুক্ত ৬০ স্কুল রয়েছে এছাড়া সমিতির বাইরেও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্টান রয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় পরিচালিত হয়। সেই টাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। সামান্য বেতন ভাতা দিয়ে চলতো শিক্ষকদের জীবন যাপন।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের বেতন বন্ধ রয়েছে। ফলে কোনোদিক দিয়েও তারা উপার্জন করতে পারছে না। চক্ষু লজ্জার ভয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতেও পারছেন না। পারছেন না মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে। সব মিলিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাংনীর কয়েকজন শিক্ষক বলেন, কেজি স্কুলের শিক্ষকতা আর প্রাইভেট পড়িয়ে কোনোরকম পরিবার নিয়ে চলতাম। করোনার কারনে স্কুল বন্ধ বেতন ভাতা ও প্রাইভেট পড়ানোও বন্ধ একারনে পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছি। পেটে ভাত না থাকলেও সম্মানের ভয়ে কোথা থেকে ত্রাণ নিতেও পারেন না। অনাহারে অর্ধহারে চলছে শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন। ধারদেনায় জর্জরিত তাই সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রণোদনার ব্যবস্থার দাবি জানান তারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সভাপতি বলেন,ঘরভাড়ার জন্য বাড়ির মালিকরা চাপ দিচ্ছে। চেয়ার টবিল বেঞ্চে উইপোকা ধরেছে। আর অভাব অনটন গ্রাস করছে গোটা শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবার গুলোকে। আবার কবে যে বিদ্যালয় গুলো শিক্ষার্থীদের পাদভারে মুখর হবে সেই অপেক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।

গাংনীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ

নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান কাজ বন্ধ করে দিয়েছে

এলাকাবাসি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার পর থেকে নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয় তারা। এ ঘটনায় নিরব থাকায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে তারা। এদিকে শুক্রবার সকালে আবারো নির্মাান কাজ শুরু করার চেষ্টা করলে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এলাকাবাসি।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন,২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যায়ে কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ পায় কুষ্টিয়ার আনোয়ার আলী নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কুষ্টিয়া পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেনের ছেলে তনু। নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার কারনে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবা খাতুন দিপালি জানান,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করার কারনে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এলাকাবাসি নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকে জানানো হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন পরে জানানো হবে। কাজ দেখভাল করার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো: মজিরুল ইসলাম বলেন,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করে কঠিন ভুল করেছে। বিষয়টি নিয়ে ম্যানিজিং কমিটি শিক্ষক ও স্থানীয়দের সাথে বসে আলোচনা করার পর পরবর্তী করনীয় ঠিক করা হবে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান,ঢালাইকাজ করার সময় কয়েক শিক্ষক সহ স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য শিক্ষকরা সরে গেলে নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার শুরু করে। এ ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে এলাকবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়। এসময় দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল আলিম উপস্থিত ছিলেন না।

স্থানীয়দের দাবি, নির্মান কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ঠিকাদারের কাছ থেকে অনৈতিক

অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন ভাবেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবেনা। সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে। কোন অজুহাত চলবেনা।